সংবাদ

তারিখ ... 22 MAY 1985 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 2 ...

007

৩য় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ৫৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ

১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ হবে

॥ আবুল কাশেম ॥

আগামী তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে ১ হাজার বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত করা হবে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক প্রকল্প অনুমোদন করেছে।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অধীনে ৫৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি সামগ্রিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বেসরকারী প্রাইমারী বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করার প্রকল্পটি উক্ত সামগ্রিক প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনা আমলে ১০ হাজার ২শ' ৮৫টি প্রাইমারী বিদ্যালয়ের বিল্ডিং নির্মাণ করা হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৩ কামরা এবং উর্ধে ১২ থেকে ১৪ কামরা পর্যন্ত থাকবে। অনেক প্রাইমারী বিদ্যালয়ে দেড় হাজার পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী রয়েছে। বর্তমানে ৩৬ হাজার ৮শ' ৮৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১২ হাজার বিদ্যালয়ের বিল্ডিং আছে। তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে উক্ত সব বিল্ডিংয়ের সাথে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের খাবার পানির জন্য নলকূপ স্থাপন করা হবে এবং পরিবেশ স্বাস্থ্যকর রাখার উদ্দেশ্যে সেনিটারী পায়খানা তৈরী করে দেয়া হবে। পরিকল্পনাকালে যেসব নয়া স্কুল বিল্ডিং তৈরী করা হবে, সেসব বিল্ডিংয়ের সাথেও নলকূপ ও সেনিটারী পায়খানা বসানো হবে।

সম্প্রতি পরিচালিত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ৬ বছর থেকে ১০ বছর বয়সী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনের উপযোগী সমগ্র দেশে ছেলেমেয়ের সংখ্যা ১ কোটি ৫২ লাখ। তাদের মধ্যে ৯০ লাখ অর্থাৎ শতকরা ৫৮ ভাগ মাত্র বিদ্যালয়ে আসে। বাকী ৬২ লাখ ছেলেমেয়ে কখনোই বিদ্যালয়ে আসে না। ১৯৯০ সালে এদের সংখ্যা ৭৬ লাখে দাঁড়াবে। এ অবস্থা বিবেচনা করে ১৯৮৬ শিক্ষাবর্ষে শতকরা ৬০ ভাগ অর্থাৎ ৯২ লাখ ছেলেমেয়েকে, ১৯৮৭ শিক্ষাবর্ষে শতকরা ৬২ ভাগ অর্থাৎ ৯৭ লাখ ছেলেমেয়েকে, ১৯৮৮ শিক্ষাবর্ষে শতকরা ৬৫ ভাগ অর্থাৎ ১ কোটি ৪ লাখ ছেলেমেয়েকে এবং ১৯৮৯ শিক্ষাবর্ষে শতকরা ৬৮ ভাগ অর্থাৎ ১ কোটি ১০ লাখ ছেলেমেয়েকে ও ১৯৯০ শিক্ষা-

(৩য় পৃ: দ্র:)

প্রাথমিক বিদ্যালয়

(১ম পাতার পর)

বর্ষে শতকরা ৭০ ভাগ অর্থাৎ ১ কোটি ১৬ লাখ ৫০ হাজার ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হবে। এ ব্যবস্থার প্রধান উপায় হিসেবে শিশু শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে সব বই প্রদান করা একটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি সালেও ৫ম শ্রেণীতে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়নি। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে ৫ম শ্রেণীতেও বিনামূল্যে বই দেয়া হবে।

১৯৮৬ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত শিশু শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীকে ১৪০ কোটি টাকা মূল্যের ৬ কোটি ৫৯ লাখ ৮১ হাজার সেট বই বিনামূল্যে দেয়া হবে।

সরকারী প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলোতে ১ লাখ ৫৫ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে। এদের মধ্যে যারা প্রাইমারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে ট্রেনিং গ্রহণ করেননি, তাদেরকে পর্যায়ক্রমে দেশের ৫২টি কেন্দ্রে এক বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স সমাপ্ত করতে হবে।

প্রাইমারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উক্ত ৫ বছর মেয়াদী প্রকল্পের মোট ৫৩৫ কোটি টাকার ব্যয়ের মধ্যে আইডিএ, ইউনিসেফ এবং ইউএনডিপি ১শ' ৪০ কোটি টাকা প্রদান করবে। ৫ বছরের নির্ধারিত সংখ্যক পাঠ্য বই ছাপাতে ৩০ কোটি টাকার কাগজ লাগবে বলে হিসেব করা হয়েছে। ইউনিসেফ অনুদান হিসেবে এ কাগজ সরবরাহ করবে। দেশে বর্তমানে বেসরকারী প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ও প্রাইমারী শিক্ষা পরিদপ্তরে সঠিক তথ্য নেই। একটি মহল বেসরকারী প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা সাড়ে ৭ হাজার বলে উল্লেখ করেন। অপর এক মহল এ সংখ্যা ১৫ হাজার হবে বলে প্রকাশ করেন।